▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কোন জাতিকে মিশরের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন? উক্ত ত্রাণকর্তার সন্ধান কী আমরা পেয়েছি? ৪টি বাক্যে লেখ।১+৪=৫

উত্তর: ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর ত্রাণকর্তা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেজন্য অনেকদিন মানুষ মুক্তিদাতার আশায় দিন গুণছিল। অবশেষে মুক্তিদাতা আসলেন, কিন্তু সব মানুষ তাঁকে চিনল না, তাঁকে গ্রহণও করল না। আমরা সে মুক্তিদাতার সন্ধান পেয়েছি।

প্রশ্ন-খ. শিক্ষক বলছিলেন, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দেবেন যিনি পাপের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করবেন। শিক্ষক এখানে কার কথা বলেছিলেন? কারা মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ছিল? মুক্তিদাতা কীভাবে মানুষকে মুক্ত করলেন তা ৩টি বাক্যে লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: শিক্ষক মুক্তিদাতা যীশুর কথা বলেছিলেন। সমগ্র মানব জাতি মুক্তিদাতা যীশুর অপেক্ষায় ছিল।

মুক্তিদাতা যেভাবে মানুষকে মুক্ত করলেন–

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে আসলেন। তিনি এসে তাঁর নিজের জীবনকে মুক্তিমূল্য বা মুক্তিপণ দিয়ে আমাদের জন্য পরিত্রাণ বা মুক্তি এনেছেন। পাপের কারাগার থেকে তিনিই আমাদের ফিরিয়ে এনে মুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন-গ. পরিত্রাণের তাৎপর্য দিক কোনটি? ঈশ্বর স্বর্গের দরজা বন্ধ করেননি কেন? ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের তিনটি উপায় লেখ। [প্রা. শি. স. প. ২০১৬]

উত্তর: পরিত্রাণের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলে এই যে, ঈশ্বর আমাদের নিঃশর্তভাবে ভালোবাসে। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন বলেই স্বর্গের দরজা বন্ধ করেননি।

ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের তিনটি উপায় নিচে দেওয়া হলো:

১. নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করা।

২. সকলের কাছে সুসমাচার প্রচার করা।

৩. সব সময় ভালো কাজ করা। যেমন: ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীসেবা ইত্যাদি কাজ করা।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঘ. মুক্তি বা পরিত্রাণ কথাটির সাধারণ অর্থ কী? পরিত্রাণের তাৎপর্য ৪টি বাক্যে লেখো। ১+৪= ৫

Teachingbd.com

উত্তর: মুক্তি বা পরিত্রাণ কথাটির সাধারণ অর্থ হলো কোনো বিপদ বা দুরবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া বা উদ্ধার লাভ করা। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ বা মুক্তি বলতে আমরা বুঝে থাকি পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া ও স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ লাভ করা।

পরিত্রাণের সবচেয়ে তাৎপর্যগত দিক হলো এই যে ঈশ্বর আমাদের নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন। আদম হবার পাপের পর ঈশ্বর মানুষকে চরম শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি বরং তিনি মানুষকে মুক্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি তার পুত্রকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন।

প্রশ্ন-ঙ. দীক্ষাগুরু যোহন যীশু সম্পর্কে কী বলেছিলেন? তা ৫টি বাক্যে লেখ। ৫

উত্তর: দীক্ষাগুরু যোহন যীশু সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি তো জলেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করি। তা করি যাতে তোমাদের মনের পরিবর্তন হয়। তবে যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। তাঁর জুতো জোড়া বইবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।" (মথি: ৩: ১১)

প্রশ্ন-চ. মুক্তিলাভের ২টি ফলাফল লেখ। মুক্তিদাতার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে দীক্ষাগুরু যোহনের মুখে আমরা কী শুনতে পাই? ২+৩=৫

উত্তর: মুক্তিলাভের ফলাফল নিম্নরূপ—

১. মুক্তিলাভ করলে স্বর্গের আনন্দ লাভ করা যায়।
২. পুত্রকে বিশ্বাস করে শাশ্বত জীবন লাভ করা যায়।

দীক্ষাগুরু যোহন যীশু সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি তো জলেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করি: তা করি যাতে তোমাদের মনের পরিবর্তন হয়। তবে যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; তাঁর জুতো জোড়া বইবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।" (মথি: ৩: ১১)

প্রশ্ন-ছ. মুক্তিলাভের ফলে আমাদের জীবনে কী হয় লেখ।

[প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫]

উত্তর: মুক্তিলাভের ফলে যে সকল ফল আমরা লাভ করি তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. আমরা মুক্তিলাভ করলে স্বর্গে অনেক আনন্দ হবে।
২. পুত্রকে বিশ্বাস করে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করি।
৩. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করি।
৪. পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি এবং সাহসী হয়ে উঠি।
৫. পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং ঐশীকৃপায় পূর্ণ হই।
৬. মুক্তি লাভের মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই ও স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হই।
৭. পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত হওয়ার আশা পাই।

Teachingbd.com